দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 21 NOV 199[illegible]
পৃষ্ঠা ৪ কলাম 7

মাদ্রাসা বোর্ডের দৃষ্টি আকর্ষণ

এক সময় নিয়ম ছিল যে, এস,এস,সি পাস করা ছাত্র-ছাত্রীরা মাদ্রাসা বোর্ডের অধীনে আলিম পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করিতে পারিবে। কিন্তু '৯৭ সনের রেজিস্ট্রেশনের পূর্বে প্রতি মাদ্রাসায় বোর্ডের প্রেরিত চিঠির মাধ্যমে উক্ত নিয়ম বাতিল করিয়া দেওয়া হয়। তবে কিভাবে চাঁদপুর জেলার ফরিদগঞ্জ থানাধীন ৪টি মাদ্রাসা হইতে এস,এস,সি পাস বা কয়েক বৎসর এইচ,এস,সি ফেল করা ছাত্র-ছাত্রীদেরকে চলতি বৎসরের আলিম পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করিতে দেওয়া হইয়াছে, তাহা আমাদের বোধগম্য নয়। আর বোর্ড কর্তৃপক্ষেরও যথারীতি ফলাফল প্রকাশ করিয়াছেন। আমার জানা মতে, এই বৎসরও কয়েকবার এইচ,এস,সি ফেল করা ছাত্র-ছাত্রীদের নিকট হইতে রেজিস্ট্রেশনের কথা বলিয়া ছাত্রপ্রতি ৮/৯ শত টাকা গ্রহণ করা হইয়াছে। তবে ফরম পূরণের সময় রেজিস্ট্রেশন ও রোল নম্বরের স্থলে ভুয়া তথ্য দেওয়া হয়। তাই প্রশ্ন জাগে, বোর্ডে যেহেতু এই সমস্ত ছাত্র-ছাত্রীর সঠিক কোন তথ্য নাই। তাহারা তাহাদের আলিম পাসের সনদপত্র পাইবে কি? দ্বিতীয় প্রসঙ্গটি হইতেছে, ১৯৯৯ এবং ২০০০ সালের দাখিল পরীক্ষার্থীদের রেজিস্ট্রেশনের মেয়াদ শেষ হইয়া যাওয়ার পরও উক্ত মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ কোন্ আইনে এখনও রেজিস্ট্রেশন করাইতেছেন। এই দুর্নীতির সহিত সংশ্লিষ্ট কাহারো হাত আছে কিনা, তাহা খতাইয়া দেখিবার জন্য মাদ্রাসা বোর্ড কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

অধ্যাপক খন্দকার মকবুল আহমেদ,
গ্রাম ও ডাক ঃ শাহতলী
জেলা ঃ চাঁদপুর

AND STATISTICS
3. SYSTEM
SHEET — OF — SHEETS